



101430 - এমন ব্যক্তিকে চুল দান করা কিংবা বক্রিকরা যত এটা দয়িত নকল চুল (পরচুলা) বানাবে

---

প্রশ্ন

কোন নারীর জন্য তার চুল এমন কোন সংস্থাকে দান করা কী জায়গে হব; যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত, আগুনে পোড়া বা এ জাতীয় অন্য কছিতে আক্রান্ত শশুিদরে জন্য নকল চুল বানাতত এগুলো ব্যবহার করে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

এক:

ফকিহবদিদরে মধ্যে এই মরমে কোন মতভদে নাই যত, মানুষরে চুল বক্রিকরা নষিদিধ। কেননা চুল মানুষরে শরীররে একটি অংশ। মানুষ সম্মানতি। মানুষরে কোন অঙ্গ বক্রিকরা মানত মানুষকে অপমানতি করা।

“আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িয়া”-তত (২৬/১০২) এসছে:

ফকিহবদিগণ এই মরমে একমত যত, মানুষরে চুল বক্রিকরা ও ব্যবহার করা নাজায়গে। কেননা মানুষ সম্মানতি। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আমি বনী আদমকে সম্মানতি করছে।” তাই মানুষরে কোন অংশকে অসম্মানতি করা নাজায়গে।[সমাপ্ত]

দুই:

যারা চুল দয়িত নকল চুল (পরচুলা) বানায় তাদরেকে চুল দান করা প্রসঙ্গত:

নকল চুল ব্যবহার করা কখনও জায়গে; কখনও হারাম। যদকি কোন তরুটকিত সংশোধন করার জন্য হয় তাহলে সটো জায়গে। আর যদি এর দ্বারা সাজসজ্জা উদ্দেশ্য হয় তাহলে সটো হারাম।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

“পরচুলা পরা দুই ধরণরে:

১। এর দ্বারা সাজসজ্জা উদ্দেশ্য হওয়া; যাতত করে কোন নারীর মাথাকে চুলভর্তি দিতো যায় এবং পরচুলা পরলে সটো

বাস্তবায়িত হয়। এই পরাটা বিশেষ কোন ত্রুটিগত কারণে নয়। তাহলে পরচুলা পরা নাজায়যে। কেননা এটি চুলের সাথে চুল যুক্ত করার পর্যায়ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম “ঐ নারীকে লানত করছেন যে চুলের সাথে চুল যুক্ত করার কাজ করে এবং যাই নারী এর গ্রাহক।”

২। কোন নারীর কোন চুলই না থাকা এবং নারীদের কাছে এটি ত্রুটি হিসেবে গণ্য হওয়া এবং তার পক্ষে এ ত্রুটিকে লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর না হওয়া। তথা পরচুলা পরা ছাড়া এটি লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর না হওয়া। আমরা আশা করছি, সন্ধ্যেরে তা পরার কারণে এমন নারীর কোন গুনাহ হবে না। কেননা তা সাজ হিসেবে নয়। বরং ত্রুটিকে দূর করার জন্য। তদুপরী সতর্কতা হচ্ছে এমন অবস্থাতেও পরচুলা না পরা। বরং ঘোমটা দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা; যাতে করে তার ত্রুটিটি প্রকাশ না পায়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।”[সমাপ্ত][ফাতাওয়া নুবুন আলাদ দারব]

তিনি আরও বলেন: “পরচুলা হারাম। এটি চুলের সাথে চুল যুক্ত করার অন্তর্ভুক্ত। যদি প্রকৃতপক্ষে সন্ধ্যেরে সাথে চুল যুক্ত করার অন্তর্ভুক্ত না হয়; তদুপরী এটি নারীর মাথাকে প্রকৃত অবস্থার চেয়ে বড় করে দেখায়; যা চুলের সাথে চুল যুক্ত করার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম “ঐ নারীকে লানত করছেন যে চুলের সাথে চুল যুক্ত করার কাজ করে, যাই নারী এর গ্রাহক।” কিন্তু যদি কোন নারীর মাথায় কোন চুলই না থাকে; কিংবা টাক মাথা হয়; তাহলে পরচুলা ব্যবহার করতে কোন গুনাহ নাই; যাতে করে তিনি এ দোষটি ঢেকে রাখতে পারেন। কেননা দোষ আড়াল করা জায়যে। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তিকে একটি স্বর্ণের নাক গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন কোন এক যুদ্ধে যার নাকটি কাটা পড়েছে।”[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ উছাইমীন (১১/প্রশ্ন নং-৬৮)]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে যদি চুলের দান গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান আগুন পোড়া ব্যক্তি বা ক্যান্সারের কারণে চুল পড়ে যাওয়া ব্যক্তি কিংবা এ ধরনের অন্য কোন কারণে চুল না থাকা ব্যক্তিদের জন্য নকল চুল বানায়; এবং তারা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে তাদেরকে দান করা জায়যে হবে। দানকারী এর বনিমিয়ে তার প্রভুর কাছে সওয়াবপ্রাপ্তির আশা করবেন।

আর যদি প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বস্ত না হয় কিংবা সাজসজ্জা হিসেবে নকল চুল বানায় তাহলে তাদেরকে দান করা জায়যে হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।